আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বুধবার ১১ জুন ২০০৮

সৌমিত্র থেকে কঙ্কণা, রমরমা বাঙালির

গৌতম চক্রবর্তী

না! অভিনয়ের পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে 'অপুর সংসার'-এর অপুকে আর জাতীয় পুরস্কারের আবেগ বিন্দুমাত্র নাড়ায় না। "এই সব নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ নেই। মানুষের ভালবাসা আমার কাছে অনেক, তার বাইরে এ সবের কোনও মূল্য নেই," দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে মঙ্গলবার দুপুরে জানালেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

অভিমান? হয়তো। সেই 'অপুর সংসার' দিয়ে শুরু, তারপর একে একে সত্যজিৎ রায়ের ১৪টা ছবি, তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দি', 'ক্ষুধিত পাষাণ' থেকে মৃণাল সেনের 'আকাশকুসুম', 'মহাপৃথিবী', অজয় করের 'সাত পাকে বাঁধা'...বাংলা সিনেমায় তিনি বরাবরের উজ্জ্বল উদ্ধার। কিন্তু সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার? না, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালে এত দিনেও শিকে ছেঁড়েনি।

কাকতালীয়ভাবে সেই শিকে ছিঁড়ল মঙ্গলবার। তাঁর অভিনয়জীবনের সুবর্ণজয়ন্তীতে। পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯৫৯ সালেই তো রিলিজ করেছিল 'অপুর সংসার'! আর এ দিন সুমন ঘোষের 'পদক্ষেপ' ছবিতে সেরা অভিনেতা হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে উত্তেজিত কলকাতা। 'দোসর' ছবির জন্য এ বারই 'স্পেশাল জুরি রিকগনিশন' পেয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেই 'অমরসঙ্গী, 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'...টানা ২৫ বছর টলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে কাঁধে নিয়ে চলা সত্ত্বেও জাতীয় পুরস্কারে এ বারই তাঁর প্রথ

ম স্বীকৃতি। সেই প্রসেনজিৎও জানালেন, "আনন্দ তো হচ্ছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় আনন্দটা কোথায় জানেন? সৌমিত্রকাকুর সঙ্গে একই বছরে পুরস্কার নিতে পারা।" এর আগে দুই বাঙালি নায়িকা একসঙ্গে পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু টালিগঞ্জের দুই নায়ক একসঙ্গে জাতীয় পুর স্কারের মঞ্চে এই প্রথম। যে 'দোসর' ছবিতে প্রসেনজিতের এই সম্মান, তার পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ হাসতে হাসতে জানালেন, "যাক, আমার ছবি থেকে শুধু নায়িকারাই সম্মান পায়, এই দুর্নামটা তা হলে এতদিনে ঘুচল।"

মঙ্গলবারের জাতীয় পুরস্কারে আসলে বাঙালি পুরুষেরই রমরমা। সেরা ক্যামেরা: 'যাত্রা' ছবির জন্য গৌতম ঘোষ। কী অনন্য ভঙ্গিতেই না সেই ছবিতে বিহারের গ্রামে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার থেকে আগরার বাইজি-গলি, আধুনিক শপিং মল সবই ক্যামেরাবন্দি করে ছিলেন গৌতম! সেরা সুরকার: 'লগে রহো মুন্নাভাই' ছবির জন্য শান্তনু মৈত্র। সেরা আঞ্চলিক ছবি: অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর 'অনুরণন'। পরিবারকল্যাণে সেরা ছবিও বাংলা থেকে। অঞ্জন দাসের 'ফালতু'।

হে পূর্ণ তব... চরণের কাছে: জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার দিনেই গিরিশ মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নগরপাল গৌতম চক্রবর্তীর প্রণাম। মঙ্গলবার। —সুদীপ আচার্য

পুরুষদের হিসেব শেষ। কিন্তু এ বার সেরা সহঅভিনেত্রীও বাঙালি কন্যা। বিশাল ভরদ্বাজের 'ওমকারা' ছবির কঙ্কণা সেনশর্মা। সব ি মলিয়ে, বাঙালি শিল্পী এবং কলাকুশলীদের হাতেই হাফ ডজনের বেশি পুরস্কার।

কিন্তু পুরস্কারের এই 'সপ্তপদী'তে সবচেয়ে বড় চমক তো তিনি, সৌ

মত্র চট্টোপাধ্যায়! তাঁর অন্যতম ভক্ত, দু' নম্বর ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তীও সমান উচ্ছ্বসিত, "এটা যে কতদিন আগে হওয়া উচিত ছিল! উনি 'পদ্মবিভূষণ' পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যেটা ওঁর আসল জায়গা, সেই অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার না পাওয়াটা যে আ মাদের কী ভীষণ যন্ত্রণা দিত!"

আর এই একটা ঘটনা যে জাতীয় পুরস্কারের 'গ্লানি' কী ভাবে কাটিয়ে দিল! যে 'পদক্ষেপ' ছবিতে অভিনয় করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এই সম্মান, সেটিও এক প্রবাসী বাঙালির প্রথম ছবি। অমর্ত্য সেনের ছাত্র, ফ্লোরিডার আটলান্টিক ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক সু মন ঘোষ।

মঙ্গলবার দুপুরে মায়ামি থেকে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, "ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, জাতীয় পুরস্কার নিয়ে আমি কিছু ভাবিনি। শুনেছিলাম, ওখানে লবি-টবি না থাকলে কিছু হয় না।" সৌমিত্রর দীর্ঘদিনের সহকর্মিণী, পুরস্কারভাগ্যে যিনি সমান বঞ্চিত, সেই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ও হাঁফ ছাড়ছেন, "যাক, এত দিন বাদে হলেও সম্মানটা তো পেল।"

কিন্তু তাঁকে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে তো এ সব উক্তি-প্রত্যুক্তি কিছুই নাড়াচ্ছে না। বছর কয়েক আগে 'দেখা' ছবির জন্য সেরা সহ-অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ তা হলে কেন মতবদল? "এই বয়সে এসে মনোভাবটা একটু বদলেছে। মানুষ আমাকে ভালবাসে, আমি পুরস্কার নিলে তারা খুশি হয়।"

খুশি মানে? শতাব্দী রায়ের পরিচালনায় এ দিন দুপুরে 'ফ্রেন্ডস' ছবির শুটিং করছিলেন সৌমিত্র। সেখানেই খবরটা তাঁর মোবাইলে পৌঁছায়। তারপর? পরিচালক মনে করিয়ে দিলেন, "আতঙ্কর স ময়েও তো তোমার জাতীয় পুরস্কারের একটা কথা উঠেছিল, না?" তপন সিংহের 'আতঙ্ক'ই তো শতাব্দীর প্রথম ছবি। অসহায় মাস্টার মশাইয়ের চরিত্রে সৌমিত্র, যাঁর কানে সবসময় বাজতে থাকে খুনি ছাত্রের কণ্ঠ, "মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি।" দাঁতের মেক আপ ঠিকঠাক ছিল না বলে নাকি সে বার সৌমিত্রের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি! এ দিন তিনি হাসছেন, "হ্যাঁ, কত কারণই যে

দেখানো হয়েছে!” পরক্ষণেই অভিনেতা আবার তাঁর অন্তর্বলয়ে, “চলো, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। শুটিং শুরু কর।”

পুরস্কারে তাঁর আর কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এই খুশির মঙ্গলবারকে তামাম বাংলা মনে রাখছে একটাই কারণে। সেই ’৬৭ সালে ‘চিড়িয়াখানা’ আর ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ ছবির জন্য সেরা অভিনেতার সম্মান, প্রথম ‘ভরত পুরস্কার’ পেয়েছিলেন উত্তমকুমার! তারপর প্রায় চার দশক শুধুই নীরবতা।

বাঙালি নায়কের সেই নীরবতার দিন শেষ। এত দিনে জাতীয় পুর স্কার নিতে সত্যিই মঞ্চে উঠবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

First Page | Calcutta | State | Uttarbanga | Dakshinbanga | Bardhaman
Purulia | Murshidabad | Medinipur | National | Business | Foreign
Sports | Today | Editorial | Reviews | Patrika | Rabibashariya
Horoscope | Crossword | Comics | Prostuti | Feedback
Archives | About Us | Advertisement Rates | Font Problem